কালের কণ্ঠ

তারিখ 23 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ধ্যাকালীন কোর্স

আয়ের বড় অংশটাই নেন শিক্ষকরা, বাড়ছে ঘাটতি

রফিকুল ইসলাম ▷

নতুন নতুন বিভাগ চালুর সঙ্গে বাড়ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। ফলে জনবল, অবকাঠামো ও আবাসন খাতে প্রতিবছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় বাড়ছে; কিন্তু সেই হারে বাড়ছে না আয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বরাদ্দ ও নিজস্ব আয়ে সংকুলান না হওয়ায় বছর বছর বাড়ছে ঘাটতির পরিমাণ। এ অবস্থায় আয় বাড়াতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স বা প্রফেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে। তবে তা থেকে পাওয়া অর্থের নগণ্য অংশই পাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়, বেশির ভাগটাই যাচ্ছে শিক্ষকদের পকেটে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সন্ধ্যাকালীন প্রফেশনাল (স্নাতকোত্তর) কোর্স থেকে পাওয়া আয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ পায় বিশ্ববিদ্যালয়। অর্থাৎ এক লাখ টাকা টিউশন ফি হলে তা থেকে মাত্র ৩০ হাজার টাকা পায় বিশ্ববিদ্যালয়। ১০ শতাংশ টাকা যায় বিভাগ উন্নয়নে আর বাকি ৬০ শতাংশ অর্থই কোর্স শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টরা ভাগাভাগি করে নেন। অভিযোগ রয়েছে, নিজস্ব আয় বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং উচ্চশিক্ষার পরিধি বাড়ানোর কথা বলে সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স কোর্স চালু করা হলেও বাস্তবে চলছে শিক্ষার নামে বাণিজ্য, যাতে লাভবান কেবল সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, নিজস্ব আয় ও ইউজিসির বরাদ্দ সত্ত্বেও প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাটতি থাকছে ১৫-২০ কোটি টাকা। অথচ সন্ধ্যাকালীন পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষসহ যাবতীয় সুবিধা ব্যবহার করা হলেও টিউশন ফির নগণ্য অংশ জোটে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে। সন্ধ্যাকালীন কোর্স থেকে প্রাপ্ত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় হিসেবেও বাজেটে দেখানো হয় না। এ অর্থ কিভাবে ব্যয় হয় তারও যথাযথ হিসাব নেই।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বাড়তি অর্থ প্রাপ্তির কারণে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ক্লাসের চেয়ে সন্ধ্যাকালীন কোর্সেই বেশি মনোযোগী শিক্ষকরা। এমন দেখা যায়, সন্ধ্যাকালীন কোর্সের ক্লাসের প্রস্তুতি নিতে পারেননি বলে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ক্লাসও বাদ দিয়েছেন কোনো কোনো শিক্ষক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের কর্মকর্তারা জানান, সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স কোর্স থেকে পাওয়া অর্থ সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে জমা হয় না। সেখান থেকে ৩০ শতাংশ অর্থ রেখে বাকিটা সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃপক্ষ ও ডিনের কাছে দেওয়া হয়। বাকি টাকার ১০ শতাংশ বিভাগের উন্নয়নের জন্য রাখার নিয়ম। অবশিষ্ট ৬০ শতাংশ অর্থ সংশ্লিষ্ট ডিন ও বিভাগের কাছে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ে যোগ হওয়া ৩০ শতাংশ অর্থ বাজেটে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ে দেখানো হয় না। তা কিভাবে ব্যয় হয় তার সদুত্তর সংশ্লিষ্টদের কাছে পাওয়া যায় না।

উচ্চশিক্ষার পরিধি বাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে প্রফেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত নন, এমন শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত টিউশন ফি দিয়ে এসব কোর্সে ভর্তির সুযোগ পান, যা তাঁদের প্রফেশনাল কাজের সহায়ক হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত কোনো শিক্ষার্থী চাইলেও নির্ধারিত টিউশন ফি দেওয়া সাপেক্ষে এসব কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। ইউজিসি সূত্র জানায়, কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কোনো কোর্স খুলতে হয়। তবে টিউশন ফি ধার্য করা এবং তা কিভাবে বণ্টন হবে তা নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স, ম্যানেজমেন্ট ও ইনফরমেশন সিস্টেম, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ও ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালু রয়েছে। কলা অনুষদে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পপুলেশন সায়েন্স, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র অধ্যয়ন, অপরাধবিজ্ঞান বিভাগ, জীববিজ্ঞান অনুষদে অনুজীব বিজ্ঞান, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগে সন্ধ্যাকালীন কোর্স পড়ানো হয়। এ ছাড়া আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদে সমুদ্রবিজ্ঞান, দুর্যোগবিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটে সন্ধ্যাকালীন কোর্স রয়েছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগেও প্রফেশনাল মাস্টার্স কোর্স খোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদের ১৮টি বিভাগ ও ছয়টি ইনস্টিটিউটে সন্ধ্যাকালীন বা প্রফেশনাল মাস্টার্স চালু থাকলেও কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষার্থীর সংখ্যার কোনো হিসাব নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। প্রশাসনিক ভবনের কয়েকজন কর্মকর্তা বলেন, নিজ নিজ বিভাগ ও ইনস্টিটিউট শিক্ষার্থীদের হিসাব রাখে। কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো হিসাব আপাতত নেই। কোনো কোনো বিভাগ অনুমতির বাইরেও বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করে, তাই তারা হিসাব দিতে চায় না।

সূত্র জানায়, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের অধীন আটটি বিভাগের প্রতিটিতেই সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স (ইভিনিং এমবিএস) কোর্স চালু রয়েছে। যদিও এর বাইরেও চারটি বিভাগে পৃথক প্রফেশনাল কোর্স খোলা হয়েছে সম্প্রতি। এই অনুষদে বছরে চার মাসের একটি সেমিস্টারে তিন সেশনে ৭২০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। সেই হিসাবে শুধু সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্সেই প্রতিবছর দুই হাজার ১৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে টিউশন ফি বাবদ নেওয়া হয় দুই লাখ ৮৬ হাজার টাকা। এর বাইরেও রয়েছে ভর্তিসহ নানা ফি। অর্থাৎ প্রতিবছর ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের সন্ধ্যাকালীন কোর্স থেকে আয় হচ্ছে ৬১ কোটি ৭৭ লাখ ৬০ হাজার টাকা। এই আয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ২০ কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ে জমা হয়। এর বাইরেও ১০টি বিভাগ ও ছয়টি ইনস্টিটিউট থেকে আরো কয়েক কোটি টাকা আয় হয়, কিন্তু তার হিসাব নেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব আয়ে।

আয়ের হিসাব বাজেটেও নেই : ইউজিসির বরাদ্দ বাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ের খাতের মধ্যে রয়েছে ছাত্রদের কাছ থেকে নানা ফি, দালানকোঠা, ভূসম্পত্তি থেকে আয় এবং অন্যান্য বিবিধ খাত। বিবিধ খাতের মধ্যে রয়েছে আবাসিক হল থেকে আয়, প্রকাশনা, চিকিৎসাকেন্দ্র থেকে আয়, ইনস্টিটিউট থেকে আয়, মুদ্রণালয় ও পরিবহন থেকে আয় এবং ভর্তি ফরম বিক্রি ও টেন্ডার ফরম বিক্রি। এসব খাত থেকে গত বছর আয় দেখানো হয়েছে ৩৯ কোটি টাকা। এ আয় শুধু নিয়মিত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। সন্ধ্যাকালীন কোর্সের কোনো আয় বাজেটে দেখানো হয়নি।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বেশি হারে সরকারি বরাদ্দ পেতে সন্ধ্যাকালীন কোর্সের অর্থকে বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় দেখানো হয়। প্রতিবছর ইউজিসি নিজস্ব আয় বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে থাকে। সেই পরামর্শ নিয়ে নিজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালু হয়। তবে কেন সন্ধ্যাকালীন অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ে দেখানো হয় না, সে বিষয়ে কথা বলে না কমিশনও।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালক আশরাফ উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, সন্ধ্যাকালীন কোর্সের টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টেই জমা হয়। পরবর্তী সময়ে জরুরি কোনো প্রয়োজনে সেই অর্থ খরচ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব দপ্তরের এক কর্মকর্তা জানান, সন্ধ্যাকালীন কোর্সের ৬০ শতাংশ অর্থের কোনো হিসাব প্রশাসনের কাছে নেই। এই টাকা বিভাগ ও ডিন অফিস নিজেরাই দেখভাল করে। নিজেদের ৩০ শতাংশ ও বিভাগের ১০ শতাংশের হিসাব প্রশাসনের জানা। আর কোর্সের বাকি টাকা কোর্স শিক্ষকরা ভাগাভাগি করে নেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালু হলেও কার্যত উন্নয়ন হয় শিক্ষকদের।

নিয়মিত শিক্ষার্থীর চেয়ে বেশি সন্ধ্যাকালীন শিক্ষার্থী : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে (বিবিএ) এক শিক্ষাবর্ষে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমে এক হাজার ২০০ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। তবে সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্সে বছরে দুই হাজার ১৬০ শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হয়।

ব্যবসা অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের অন্তত ২০ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাসের চেয়ে সন্ধ্যাকালীন কোর্সে বেশি মনোযোগী। নিয়মিতদের ক্লাস ঠিকমতো না নিলেও সরব উপস্থিতি থাকে সন্ধ্যাকালীন ক্লাসে। বিভাগের বেশির ভাগ জ্যেষ্ঠ শিক্ষক সন্ধ্যাকালীন কোর্সে পড়ান। আর সহকারী, সহযোগী ও প্রভাষক দিয়ে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিসংক্রান্ত বিষয় দেখভাল করার জন্য রয়েছে কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিস। তবে এই অফিসকে পাশ কাটিয়ে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন অফিস থেকেই সন্ধ্যাকালীন শিক্ষার্থী ভর্তির কার্যক্রম চালানো হয়। আবেদনপত্র গ্রহণের পর ডিন অফিস নিজেদের মতো করেই শিক্ষার্থী ভর্তি করে।

কাজে আসছে না বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়নে : বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট বিশ্লেষণে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের মধ্যে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ অর্থই ইউজিসি দিয়ে থাকে। গত বছর মোট অর্থের ৮৫.৯৩ শতাংশই দিয়েছে ইউজিসি। আর ৯.১৭ শতাংশ অর্থ নিজস্ব খাত থেকে মেটানো হয়েছে। ঘাটতি রয়েছে ১৫ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৮ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। তবে প্রশাসনের সতর্ক দৃষ্টির কারণে বছর শেষে ঘাটতি কমে দাঁড়ায় ১৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা।

প্রশাসনের বক্তব্য : বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক কালের কণ্ঠকে বলেন, সন্ধ্যাকালীন মাস্টার্স কোর্স থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা অর্থের পরিমাণ বাড়ানোর চিন্তা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর হিসাব পর্যবেক্ষণ করে তা বাড়ানো হবে। তবে বাজেটে কেন সন্ধ্যাকালীন আয় দেখানো হয় না—এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। হিসাব পরিচালনা বিভাগ বলতে পারবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন কালের কণ্ঠকে বলেন, সন্ধ্যাকালীন কোর্স থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের পরিমাণ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমান ৩০ শতাংশ অনেক আগের নির্ধারণ করা। বিভাগের খরচের বিষয়গুলো দেখে পরিমাণ বাড়ানো হবে।

সন্ধ্যাকালীন কোর্স থেকে পাওয়া অর্থ কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে আয় হিসেবে দেখানো হয় না—এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ব্যয় আছে, যেগুলো সরকার দেয় না। সে বিষয়গুলোতে এই অর্থ ব্যয় করা হয়।